

খবর সোজাসুজি

প্রতিনিয়ত খবরের আপডেট পেতে ফলো করুন আমাদের ফেসবুক, ইউটিউব, টুইটার এবং ইন্সটাগ্রাম।

Follow Us :
facebook.com/khaborsojasuji
youtube.com/@khaborsojasuji
twitter.com/Khaborsojasuji
instagram.com/khaborsojasuji
www.khaborsojasuji.com

KHABOR SOJASUJI

খবর সোজাসুজি

RNI NO.WBBEN/2023/87806 (Govt. Of India)

EDITOR - ISRAIL MALLICK

প্রতি ইংরেজি মাসের ১৫ ও ৩০ তারিখ প্রকাশিত হচ্ছে পাক্ষিক সংবাদপত্র

খবর সোজাসুজি

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৪৩৪৫৬৪৯৮
www.khaborsojasuji.com

Vol- 4 • Issue- 10 • Bardhaman • 30 October 2026 • Rs. 2.00 (Four Pages)

খবর সোজাসুজি পত্রিকার অতিথি কলমের জন্য আপনিও লেখা পাঠাতে পারেন। বিবেচিত হলে অবশ্যই প্রকাশিত হবে। হোয়াটসঅ্যাপ - ০৯৪৩৪৫ ৬৬৪৯৮

এক নজরে

● “চাষিদের ক্ষেত্রে মমতার সরকারের সঙ্গে বিজেপি সরকারের কোনও তফাৎ নেই। চাষিদের কথা কেউই ভাবছেন না”, বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন ধনেখালির ধামাইটিকরের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক চাষি বন্ধু চন্ডী সাধন কোলে।

● “রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এবং আরএসএস নেতা জিষু বসু বামেদের বুক স্টলে হামলার নিন্দা করেছেন শুনলাম। বাংলার মাথা হেঁট হয়ে গেল যে। ওঁরা কি মুখ্যমন্ত্রীকে বোঝাতে পারছেন না? হামলার ফুটেজ তো প্রকাশ্য। ধরছে না কেন? অপরাধীরা কি বিজেপির চেয়ে শক্তিশালী? মুখ মুখোশের খেলা নয় তো?” বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী।

● বামেদের বুক স্টল ভাঙচুর করার ঘটনার তীব্র নিন্দা করলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। বুক স্টলে হামলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে গেল।

● বুক স্টল ভেঙে সিপিএম সহ বামপন্থী দলগুলোকে বাড়তি অক্লিঞ্জন দিল শাসকদল, লড়াইয়ের রসদ পেল বামেরা, বর্তমান সময়ে মানুষের কাছে আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠলো বামেরা, বলছেন অনেকেই।

● “এ তো খুবই খারাপ ব্যাপার। বইয়ের সঙ্গে শত্রুতা কার?” বামেদের বুক স্টল ভাঙা প্রসঙ্গে প্রশ্ন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক চাষি বন্ধু চন্ডী সাধন কোলের।

● হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে সময় মতো চলে না ট্রেন। একদিন দু’দিন নয়, কর্ড লাইনে ট্রেন লেট এখন প্রতিদিনকার ব্যাপার হয়ে গেছে। ক্ষোভ বাড়ছে যাত্রী সাধারণের মধ্যে।

● জুন মাসে অনলাইনে আবেদন করেও এখনও পর্যন্ত অনেকেই (এরপর চারের পাতায়)

চোরবাগানের ঘটনা : সিটের রিপোর্ট পাবার পর ফের পুজো কমিটির সঙ্গে বসবে রাজ্য

অরিজিৎ চক্রবর্তী - এবারের বিশেষ সতর্ক থাকার পরামর্শও দেন দুর্গাপুজোয় কলকাতার চোরবাগানের তিনি। বিজয়া সন্মিলনের শুরুতেই



ঘটনা প্রতিটি মানুষকে নাড়িয়ে দিয়েছে। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ঘটনার তদন্তে কলকাতা হাইকোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে গঠিত হয়েছে সিটি। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, ওই তদন্ত কমিটির সুপারিশ রাজ্য সরকারের কাছে জমা পড়লে সেটি নিয়ে আগামী তিন মাস পর আবার পুজো কমিটিগুলোর সঙ্গে বৈঠকে বসা হবে দুর্গাপুজোর পর সম্প্রতি রাজ্য সরকার আয়োজিত বিজয়া সন্মেলনে কলকাতার পুজো কমিটিগুলোকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তদন্ত কমিটির সুপারিশগুলি পুজো কমিটিগুলিকে সবিস্তারে জানানো হবে, যাতে আগামী বছরের পুজোর প্রস্তুতিতে তাঁরা আগাম ব্যবস্থা নিতে পারেন। তিনি বলেন, চোরবাগানের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামী উৎসবগুলিকে সরকার ক্রটিমুক্ত করার চেষ্টা করবে। আসন্ন কালীপুজো, দিওয়ালি, ছট, জগদ্ধাত্রী পুজোর সময়

মুখ্যমন্ত্রী চোরবাগানের ঘটনায় মৃত ১৯ জনের প্রতি শ্রদ্ধাার্ঘ্য অর্পণ করেন। বস্তুত ওই মর্মান্তিক ঘটনার জন্য বিজয়া সন্মেলনের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে কাট-ছাঁট করা হয়। ওই একটি মাত্র ঘটনা ছাড়া এবারের দুর্গাপুজো নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে বলে শুভেন্দুবাবু জানান। তিনি বলেন, এবারে দুর্গাপুজোর অনুমতির জন্য কাউকে হাইকোর্টে যেতে হয়নি। আগের সরকারের সময় পুজোতে কিছু বিশেষ অঞ্চলে মাইক বাজানো নিয়ন্ত্রণ করা হত বা নিরঞ্জন শোভাযাত্রার রুট বদল করা হত, এবারে সরকার কিছু হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী এই প্রসঙ্গে আগের সরকারের ক্ষমধর্ম যার যার, উৎসব সবার ক্ষম জ্ঞানকে নিয়ে বলেন এটি সত্য। কিন্তু এখন থেকে ক্ষমধর্ম যার, ধর্ম রক্ষার দায়িত্বও তাঁর। ক্ষম চোরবাগানের ঘটনায় চিকিৎসাধীনদের কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানোর পক্ষেও সওয়াল করেন তিনি। শুভেন্দুবাবু বলেন, কলকাতার সরকারি মেডিকেল (এরপর দুয়ের পাতায়)



চোরবাগানে ঠাকুর দেখতে গিয়ে পদপিষ্ট হয়ে মৃত পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না ২ নং ব্লকের মাধবডিহি থানার বীরপুরের টগর বেজ ও সন্দীপ বেজের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, দিলেন পাশে থাকার আশ্বাস।

গঙ্গার বুক থেকে সাদা বালি চুরি, উত্তরপাড়ায় নৌকা সহ বাজেয়াপ্ত ৪ হাজার ঘনফুট বালি, গ্রেফতার ২

নিজস্ব সংবাদদাতা - গঙ্গার নদীবক্ষ ও পুলিশ। গত মঙ্গলবার, ২৭ অক্টোবর তীব্রবতী এলাকা থেকে বেআইনিভাবে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে



সাদা বালি উত্তোলন করে বিভিন্ন ইটভাটায় সরবরাহের অভিযোগে বড়সড় অভিযান চালান উত্তরপাড়া থানার

দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধার করা হয়েছে একটি নৌকা এবং প্রায় ৪ (এরপর দুয়ের পাতায়)

যন্ত্রণার বাম্পার

নিজস্ব প্রতিবেদন - এ যেন মরণ ফাঁদ! খানপুর থেকে কানানদী হয়ে ধনেখালি যাবার রাস্তায় মহরমপুর স্কুলের সামনে একসাথে পরপর ৫ টা করে ১০ টা বাম্পার। আবার কাশীপুর স্কুলের সামনেও পরপর ৫ টা করে ১০ টা বাম্পার। একই ধরনের ৫০০/৭০০ মিটারের ব্যবধানে ২০ টা



হিতে বিপরীত হচ্ছে। দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন অনেকেই। বাম্পারের বাহুল্যে তৈরি হয় বাম্পার, কিন্তু এতে তো

এ রাজ্যের চাষিরা

শোষিত-বঞ্চিত-উৎপীড়িত

চন্ডীসাধন কোলে

মুখার্জি পাবলিশিং

খবর সোজাসুজি

Volume-4 ● Issue- 10 ● 30 October, 2026

বইয়ের সঙ্গে শত্রুতা কেন ?

বর্তমান ডিজিটাল যুগে বইয়ের সঙ্গে দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে, আর অজ্ঞতার অন্ধকার ক্রমশ প্রাস করছে সমাজকে। যে সমাজ বইকে অবহেলা করে, সেই সমাজ একদিন চিন্তা, যুক্তি ও বিবেকের সংকটে পড়তে বাধ্য। আজ মুঠোফোনের পর্দায় ঘন্টার পর ঘণ্টা সময় কাটাতে আমাদের আপত্তি নেই, অথচ একটি বই পড়ার সময় নেই। সামাজিক মাধ্যমে অজস্র তথ্যের ভিড়ে আমরা অভ্যস্ত, কিন্তু সেই তথ্যের সত্যতা যাচাই করার মতো মননশীলতা তৈরি করতে বইয়ের কাছে আমরা ফিরতে চাই না। এর পরিণাম কিন্তু ভয়াবহ কারণ বই মানুষকে শুধু শিক্ষিত করে না, প্রশ্ন করতে শেখায়, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শেখায় এবং অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সাহস জোগায়। এই পরিস্থিতিতে বুক স্টল ভাঙার ঘটনা আরও উদ্বেগজনক। মতের অমিল থাকতেই পারে, বিতর্কও হতে পারে, প্রতিবাদও হতে পারে - কিন্তু বইয়ের দোকান ভেঙে তার জবাব দেওয়া যায় না। বুক স্টল কেবল কয়েকটি বই বিক্রির জায়গা নয়, তা জ্ঞান, সংস্কৃতি ও মুক্তচিন্তার কেন্দ্র। সেই কেন্দ্রকে ধ্বংস করা মানে মানুষের পড়ার অধিকার ও জ্ঞানচর্চার পরিবেশের উপর আঘাত

হানা। বইয়ের সঙ্গে মতের বিরোধ থাকলে যুক্তি দিয়ে মোকাবিলা করুন, বইয়ের স্টল ভেঙে নয়। আরও দুর্ভাগ্যজনক, বই ও পাঠাভ্যাস নিয়ে যখন সমাজের সর্বস্তরে আলোচনা হওয়া উচিত, তখন বইয়ের স্টল রক্ষা করার প্রশ্নও সামনে আসছে। কোনও বইয়ের বক্তব্য নিয়ে আপত্তি থাকলে আইনসম্মত পথে প্রতিবাদ জানানোর সুযোগ আছে। কিন্তু বুক স্টল ভাঙচুর কখনও প্রতিবাদের ভাষা হতে পারে না। যে হাত বইয়ের স্টল ভাঙে, সে হাত আসলে জ্ঞানচর্চার পরিসরকেই সংকুচিত করে। বর্তমান পরিস্থিতিতে পুলিশ প্রশাসন ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের সমাজ সচেতন মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। গ্রন্থাগার ও বুক স্টলকে রক্ষা করতে হবে। নতুন প্রজন্মের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস ফিরিয়ে আনতে হবে। কারণ বইয়ের দোকান বাড়লে জ্ঞানের পরিসর বাড়ে, আর বইয়ের দোকান ভাঙলে সংকুচিত হয় সমাজের মননশীলতা। বই শত্রু নয়, বন্ধু। বইয়ের সঙ্গে লড়াই করে কেউ জেতে না, বরং নিজের অজ্ঞতাকেই আরও প্রকট করে। ইট-পাথরের দেওয়াল ভাঙা যায়, কিন্তু জ্ঞানের ভাঙা যায় না। তাই বুক স্টল ভাঙা বন্ধ হোক, বই পড়ার সংস্কৃতি বাঁচুক, মুক্তচিন্তার পরিবেশ অক্ষুণ্ণ থাকুক। বইয়ের সঙ্গে শত্রুতা বন্ধ হোক। রাজনৈতিক মত পার্থক্য দূরে সরিয়ে রেখে বইয়ের জন্য সবাই একজোট হোন।

খবর সোজাসুজি

সিদ্ধেশ্বর দত্ত

হৃদয় দিয়ে আবেগ নিয়ে সাতসকালে খুঁজি কলিং-বেল - এর আওয়াজ শুনে -- এ এলো এ বুঝি।
গর্বিত তার পদক্ষেপে ভয়ভীতি-তে যায়না চেপে পক্ষপাতহীন খবর আনে, রয়না দুচোখ বুজি' পাঠক মনের আয়না, প্রিয় খবর সোজাসুজি।
শিল্প কৃষি সাহিত্য আর শিক্ষা জগৎ সর্বই তার পাতাতেই ভেসে ওঠে গ্রাম শহরের ছবি।
অজ্ঞাত যা হয়নি জানা জ্ঞান বিজ্ঞান তথ্য নানা খেলা মেলা সৃষ্টিকলার খবর পাবে খুঁজি' - যুক্তি ভরা সত্য ন্যায়ের বন্দনা তার পুঁজি।
যেথায় জুলুম, দুর্নীতি আর নেই প্রতিকার নেইকো বিচার কোথাও আবার সব হারিয়ে বন্ধ রুটি রুজি সর্বহারার সে মুখগুলোর খবর আনে খুঁজি - আবার কোথাও আলোর মালায় উন্নয়নের কর্মশালায় উঠলো ভরে শহর হতে গ্রামের গলি ঘুঁজি সব খবরের গাথা মালায় খবর সোজাসুজি।

পেঁচা সম্পর্কে কিছু মজার তথ্য

বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী

পেঁচা অত্যন্ত আকর্ষণীয় পাখি যা সহজেই পাখি-পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। পেঁচা আমাদের কাছে লক্ষীর বাহন, আবার গ্রীকে জ্ঞানের দেবী অ্যাথেনার সঙ্গী। তাই কোথাও পেঁচা বুদ্ধিমত্তার প্রতীক হয়ে ওঠে। অন্যদিকে এদের নিয়ে অহেতুক ভয় ও নানা কুসংস্কার আছে। ভয়ের কারণ রাতের অন্ধকারে এদের রোমহর্ষক ডাক। একইভাবে লক্ষী পেঁচাকে কোথাও অশুভ হিসাবেও দেখা হয়। আমাদের দেশে খুব পরিচিত পেঁচাদের মধ্যে হল লক্ষী পেঁচা, ঘাস পেঁচা, ভূতুম পেঁচা, ছতোম পেঁচা, কোটরে পেঁচা, কাল পেঁচা, কষ্টী পেঁচা, বনপেঁচা, ছোটকান পেঁচা ইত্যাদি। অনেক প্রজাতির পেঁচার কান অপ্রতিসম অর্থাৎ দুই কান সমান উচ্চতায় থাকে না। মাথার দুই পাশে ভিন্ন উচ্চতায় অবস্থিত হওয়ায় তাদের কান বিভিন্ন দিক থেকে আসা শব্দের উৎস বা অবস্থান নির্খুঁতভাবে শনাক্ত করতে পারে। ওদের শোনার ক্ষমতা এতটাই ভালো যে একটি শব্দকে ওরা দুই কানে আলাদা ভাবে শুনতে পায়। এভাবে হিসেব নিকাশ করেই ওরা নির্খুঁতভাবে খুঁজে পায় শিকারকে। নিজেকে প্রস্তুত করে লক্ষ্য স্থির নিয়ে আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পরে শিকারের উপর। পেঁচার চোখ সাধারণ গোলাকার মতো নয়। এদের চোখগুলো নলাকার এবং সম্পূর্ণ স্থির। এই বিশেষ গঠনের ফলে তারা 'বাইনোকুলার ভিশন' বা দ্বিনেত্র দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন যা শিকারের ওপর পূর্ণ মনোযোগ দিতে, গভীরতা এবং দূরত্ব সঠিকভাবে বুঝতে সাহায্য করে। যদি কখনও দিনের বেলায় পেঁচাকে কোনও গাছের কোটরে বসে থাকতে দেখতে পাবেন, তবে দেখবেন এই সময়টাকে ওর চোখটা আধখোলা রাখে, দেখে কিছুক্ষণ বলে ভুল করবেন না যেন। আসলে দিনের আলোয় স্বাভাবিকভাবেই চোখের মাঝখানটা যতটা সংকুচিত হওয়ার কথা, পেঁচাদের ততটা হয় না। তাই চোখ দুটোকে অমন আধখোলা রাখে ওরা। ওদের চোখে তিনটি পাতা থাকে। একটা চোখকে



রয়েছে। 'নর্দার্ন হক আউল' আধা মাইল দূর থেকেও প্রখর দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে ছোট ইঁদুরজাতীয় প্রাণী শনাক্ত করতে পারে। আসলে, পেঁচার অত্যন্ত দক্ষ শিকারি। পেঁচার অন্য পেঁচাকেও শিকার করে। 'গ্রেট হন্ড আউল' 'বার্ড আউল' এর প্রধান শিকারি। শিকারকে বেশ পোক্তভাবে ধরতে সক্ষম ওদের আঙুলগুলো। ব্যাঙ, গিরগিটি, সাপ, ইঁদুর, ছোট পাখি, কাঠবিড়ালি এরকম নানা প্রাণী শিকার করে পেঁচা। কিছু প্রজাতির পেঁচা যেমন ফ্ল্যাগমুলেটেড আউল শুধুমাত্র পোকামাকড় ধরে খায়। পেঁচা কখনও কখনও তাদের খাবার লুকিয়েও রাখে ও সংরক্ষণ করে। ইংরেজিতে একে

'ক্যাশিং' বলে যা কিনা অনেকটা রেফ্রিজারেশনের মত। এরা শিকারকে ধরে কোন গাছের গর্তে, পাথরের আড়ালে বা ঘাসের গোড়ায় বৃষ্টির দিনের জন্য খাবার লুকিয়ে রাখে। আবার দুই এক দিনের মধ্যে শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। যেসব বছরে প্রচুর ইঁদুর পাওয়া যায়, তখন সাধারণত এক সঙ্গী - নির্ভর (মনোগ্যামাস) 'বোরিয়াল আউল' দের মধ্যেও

একাধিক সঙ্গীর সাথে মিলিত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। সহজে শিকার পাওয়া গেলে ছানাদের খাওয়ানোর জন্য বাবা-মাকে কম পরিশ্রম করতে হয়; ফলে পুরুষ পেঁচাদের তিনটি স্ত্রী পেঁচার সাথে মিলিত হতে দেখা গেছে, আবার স্ত্রী পেঁচাদেরও মূল সঙ্গীর বাইরে অন্য সঙ্গীর সাথে সম্পর্ক রাখে। যখন আমরা স্থানীয় গাছপালা কেটে ফেলি ও আবাসস্থল ধ্বংস করি, তখন পেঁচার অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। এর মানে হল পেঁচাকে আরও কম জায়গায় ভিড় করতে হবে। ছোট অঞ্চলে জায়গা ভাগ করে নেওয়া সব পেঁচাদের জন্য যথেষ্ট খাবারের সংস্থান নাও পেতে পারে।

(প্রথম পাতার পর) গঙ্গার বুক থেকে সাদা বালি চুরি

হাজার ঘনফুট সাদা বালি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতদের নাম কুন্দন সাহানি ও লক্ষ্মণ সাহানি। দু'জনেরই বাড়ি উত্তরপাড়া থানার অন্তর্গত ও নম্বর এ ডি পাল রোডে। বাংলালা গদি শিবমন্দির ঘাট এবং দুটি ইটভাটা থেকে এই বিপুল পরিমাণ সাদা বালি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযোগ, গঙ্গায় ভাটার সময় নদীর তীরবর্তী এলাকা থেকে বালি তুলে তা বিভিন্ন ইটভাটায় সরবরাহ করা হচ্ছিল। প্রাথমিকভাবে পুলিশের কাছে ধৃতরা জানিয়েছে, গঙ্গার নদীবক্ষ থেকে উত্তোলন করা বালি বিভিন্ন ইটভাটায় সরবরাহের উদ্দেশ্যেই সংগ্রহ করা হয়েছিল। এই কারবারের সঙ্গে আর কারা জড়িত, কোথা থেকে বালি উত্তোলন করা হচ্ছিল এবং এর পিছনে কোনও বড় চক্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ঘটনায় উত্তরপাড়া থানায় নির্দিষ্ট আইনি ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ধৃতদের বুধবার আদালতে পেশ করা হয়। বালি উত্তোলনের প্রকৃত স্থান চিহ্নিত করা এবং এই কারবারে জড়িত অন্য অভিযুক্তদের সন্ধান পাওয়াই এখন পুলিশের প্রধান লক্ষ্য।

(প্রথম পাতার পর) ফের পুজো কমিটির সঙ্গে বসবে রাজ্য

কলেজগুলোর তুলনায় বেসরকারি নার্সিংহোমের চিকিৎসার পরিকাঠামো অনেক উন্নত। কাজেই জখমদের প্রাণে বাঁচাতেই সরকার স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয়। এখানে ইগো বা অহমিকার কোনো জায়গা নেই। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ওই ঘটনায় জখম ২৫ জনই এখন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এই স্থানান্তরের ঘটনায় কলকাতা মেডিকেল কলেজের পড়ুয়াদের একাংশ

প্রকাশ্যে সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, এই সিদ্ধান্ত সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি কার্যত অনাস্থা। অনুষ্ঠানে চোরবাগানে পদপিষ্ট হয়ে আহত পরিবারগুলির হাতে এককালীন অর্থ সাহায্য তুলে দেয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় পুনরায় জানান চোরবাগানের ঘটনায় দোষী কাউকে আড়াল করবে না সরকার।

মুখোমুখি যাত্রা শিল্পী মানিক চন্দ্র দাস

নিজস্ব প্রতিবেদন - মুখোমুখি ধনেখালির গেঁটেগোড়ীর বিশিষ্ট যাত্রা শিল্পী মানিক চন্দ্র দাস। যাত্রা করে যে সামান্য সাম্মানিক পান তা দিয়েই চলে সংসার। যাত্রাই জীবন। একদম দিন আনা দিন খাওয়া পরিবার। এক চিলতে টালির ঘরে বাস করেন। নিজস্ব ১৫ কাঠা জমি ছাড়া আর কিছুই নেই। চার মেয়ে, ছেলে নেই। মেয়েদের সব বিয়ে হয়ে গেছে। বুড়োবুড়ির সংসার। মানিকবাবু এখন তিরিশি বছরের যুবক। এই তিরিশি বছর বয়সেও যাত্রায় অভিনয় করছেন। যাত্রা ছাড়া কিছুই বোঝেন না। সম্প্রতি খবর সোজাসুজির সম্পাদক ইসরাইল মল্লিককে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তাঁর নিজের সম্পর্কে জানানো অনেক অজানা কথা, শোনালেন তাঁর অভিনীত বিভিন্ন যাত্রার সংলাপ। পলাশী জগদ্ধাত্রী পুজোয় "সিঁদুর আছে স্বামী নেই" যাত্রাপালায় এবারে তিনি ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করছেন, সে কথা বলতেও ভুললেন না তিনি।



তারেকেশ্বরে জীবন্ত দুর্গা

নিজস্ব প্রতিবেদন - শারদীয় দুর্গোৎসব দশমী পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যা সাড়ে ছটা আজ কাল পরশু' পত্রিকার সম্পাদক উপলক্ষ্যে প্রজাপতি ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় থেকে রাত সাড়ে দশটা আদিত্য নারায়ণ চৌধুরী, 'খবর



বিশ্ব বিদ্যালয়ের তারেকেশ্বর শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলধ্ব আধ্যাত্মিক প্রদর্শনী 'চৈতন্য দুর্গা', যষ্ঠী থেকে পর্যন্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্রহ্মাকুমারীজ হরি পাল সোজাসুজি' পত্রিকার সম্পাদক ইসরাইল মল্লিক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের উদ্যোগে 'সহায়' কর্মসূচি



নিজস্ব সংবাদদাতা - সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের কাছে পুলিশের উদ্যোগ পৌঁছে দিতে আন্ধারিয়া থামে 'সহায়' কর্মসূচির আয়োজন করল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ। বিনপূর থানার অন্তর্গত এই গ্রামে আয়োজিত কর্মসূচিতে প্রায় ২০০ জন গ্রামবাসী অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচিতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, সাইবার অপরাধ সম্পর্কে সচেতনতা, নেশামুক্ত ভারত গড়ার বার্তা এবং পথ নিরাপত্তার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে গ্রামবাসীদের সচেতন করার পাশাপাশি সাইবার নিরাপত্তা ও নিরাপদ সড়ক চলাচলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও বার্তা দেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অংশগ্রহণে কর্মসূচিটি জনসচেতনতামূলক উদ্যোগের রূপ নেয়। কর্মসূচির শেষে উপস্থিত গ্রামবাসীদের মধ্যে চিফিন বিতরণ করা হয়। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগের লক্ষ্যে ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের এই উদ্যোগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।



হুগলী গ্রামীণ পুলিশের গুড়প থানার উদ্যোগে গুড়প থানা প্রাঙ্গণে মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হল স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। এই শিবিরে গুড়প থানার ৩৫ জন পুলিশ কর্মী আজ স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এদিনের এই মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হুগলী গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি ডি এন্ড টি প্রিয়ব্রত বক্সী, সিআই ধনেখালি তন্ময় ঘোষ, গুড়প থানার ওসি পাপিয়া বিশ্বাস সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।



এসআইআরে বাদ পড়া প্রতিটি বৈধ নাগরিকের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে ধনেখালি হল্ট স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় গত শুক্রবার বিক্ষোভ দেখালো সংযুক্ত কিশাণ মোর্চা, পোড়ানো হল মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কুশ পুতুল।

বাঁকুড়া পুলিশের অভিযানে উদ্ধার ৩৭৫ বোতল কোডিন যুক্ত কফ সিরাপ ও গাঁজা, গ্রেফতার ২

নিজস্ব সংবাদদাতা - গোপন সূত্রে আরও দুটি বাড়িতে তল্লাশি চালানো পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান হয়। এই তল্লাশিতে উপস্থিত ছিলেন চালিয়ে বিপুল পরিমাণ কোডিনযুক্ত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি এসপি



কফ সিরাপ ও গাঁজা উদ্ধার করল বাঁকুড়া থানার পুলিশ। এই ঘটনায় শেখ আসলাম ও শেখ রাজু নামে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত সোমবার ২৬ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে বাঁকুড়া থানার অন্তর্গত কবরডাঙ্গা এলাকায় অভিযান চালানো হয়। অভিযুক্তের বাড়ি এবং সংলগ্ন গ্রাম গাঁজাও উদ্ধার করেছে পুলিশ।

অর্বাচীনের সমাজ দর্শন



চণ্ডীসাধন কোলে

মুখার্জি পাবলিশিং



ধনেখালি বিএসএনএল টেলিফোন এক্সচেঞ্জ অফিস যেন ভুতুড়ে বাড়ি আগাছায় ভর্তি। সরকারি সংস্থাটি মনে হয় এখন কোমায় চলে গেছে, সংস্থাটিকে বাঁচানোর সদিচ্ছার বড় অভাব। স্থায়ী কর্মী নিয়োগ প্রায় বন্ধ। ধনেখালি এক্সচেঞ্জ অফিসটিকে বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে যেন ভুতুড়ে বাড়ি। গেটের সামনের বোর্ডের যা হাল নেটওয়ার্কেরও সেই হাল। নামেই ফোর জি কিন্তু মোবাইল নেটওয়ার্ক সব সময় থাকে না বলে অভিযোগ।

ধনেখালিতে সিপিএমের বুক স্টলে হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন - ধনেখালিতে সিপিএমের বুক স্টলে হামলার অভিযোগ বিজেপি আশ্রিত দুষ্টুতীদের বিরুদ্ধে। সপ্তমীর দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যায় পার্টি অফিসের সামনে করা বুক স্টল ভাঙচুর এবং বুক স্টলে থাকা সিপিএম কর্মীদের মারধরের অভিযোগ। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। সিপিএম তো তাদের পার্টি অফিসের সামনে বুক স্টল করেছিল, কারও দুয়ার দখল করে তো বুক স্টল করেনি। তাহলে সেই বুক স্টল ভাঙার কারণ কি? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।



যন্ত্রণার আর এক নাম জেগাম রেলগেট।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

পাননি অল্পপূর্ণা যোজনার টাকা আবেদনের স্টাটাস আন্ডার প্রসেস, নয় তো ফর ফারদার ভেরিফিকেশন।

● বিদেশী সংস্থার কাছে বিক্রি হতে চলেছে আইডিবিআই ব্যাংক।
● বিশিষ্ট আইনজীবী ও সিপিএম নেতা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যকে ফোন করে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ। সুকান্ত মন্ডল নামে এক ব্যক্তি ফোন করে অকথ্য ভাষায় গালাগালি সহ বিকাশবাবু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের খুন করার হুমকি দেন বলে অভিযোগ।

● নির্বাচন কমিশন এবং জ্ঞানেশ কুমারকে নোটিশ পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট।
● হলমার্ক ২২ ক্যারেট গহনা সোনার দাম দৈনিক খবরের কাগজে প্রকাশিত রেটের সঙ্গে অনলাইন লাইভ রেটের বিস্তর ফারাক। ১০ গ্রাম সোনা ৫/৬ হাজার টাকার তফাৎ। এর রহস্যটা কি? মানুষ বিভ্রান্ত।

● চলে গেলেন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী যোগেন চৌধুরী। বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। ব্লাড ক্যান্সারে ভুগছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে বাংলার শিল্পমহলে শোকের ছায়া।

● অল্পপূর্ণা যোজনায় অক্টোবর মাস পর্যন্ত ১ কোটি ৬৪ লক্ষ মহিলা টাকা পেয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। যারা টাকা পেয়েছেন তাদের পঞ্চায়েত ভিত্তিক তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হোক, সবাই জানুক কারা টাকা পেল, আর কারা পেল না।

● বিধানসভায় নামেই বিরোধী দল ঋতব্রত তৃণমূল, বাস্তবে নয়। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন বিধানসভায় ফ্লোর টেস্ট হলে বিধায়ক সংখ্যা ২০৯ থেকে ২৭৫ হয়ে যাবে। ঋতব্রত তৃণমূল যে বিজেপির লেজুড় সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ রইল না।

● আলু চাষিদের এবার ভাবতেই হবে। আলু চাষ সামান্য কমিয়ে তিল সরষে কিংবা অন্য কোনও সবজি চাষ করবেন না আপনার সব পুঁজি এবারেও আলু চাষে লাগাবেন? আপনার সঠিক সিদ্ধান্তই পারে আপনাকে বাঁচাতে।

● জেলা এবং কলকাতার সাংবাদিকদের এক করে দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। পুজোর আগে তিন হাজার টাকা করে বোনাস ঢুকলো সবার অ্যাকাউন্টে। দীর্ঘ দিনের বৈষম্য দূর করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

● রাজনীতিতে এখন করে খাওয়ার লোক বেশি। সুবিধা মতো যখন তখন এডাল ওডাল করছে এক শ্রেণীর রাজনীতির কারবারিরা। বোকা জনগণ কিন্তু সব দেখছে, সময় মতো উত্তর দেবে।

● রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু হয় না। চিরস্থায়ী কেউ নয়। মানুষই শেষ কথা। মানুষ কাকে যে কখন হিরো বানাবে, আর কাকে যে কখন জিরো বানাবে তা আগাম কেউ বলতে পারে না, তাই না?

● হাসি কান্নার মধ্য দিয়ে বিদায় নিল উমা। গ্রাম গঞ্জে ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়েই শেষ হল ঠাকুর দেখা। উৎসবের রেশ কাটিয়ে এবার উল্লয়ন যজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ুক রাজ্যের ডবল ইঞ্জিন সরকার, দ্রুত মেরামত করা হোক ভাঙাচোরা রাস্তাঘাট, চাইছেন মানুষজন।

● রাজনীতি তো নীতির লড়াই, পেশী শক্তির নয়। ব্যক্তি পরিসরে কাদা ছোড়াছুড়ি মোটেই কাম্য নয়। বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি মেনে ব্যক্তি পরিসরে বজায় থাকুক সৌজন্যবোধ, শিষ্টাচার, রীতি নীতি। ফিরে আসুক সৌজন্যের রাজনীতি।

● বন্টননামা না থাকলে শরিকি সম্পত্তি কোন্ একজন শরিক চৌহদ্দি উল্লেখ করে বিক্রি করতে পারেন না। বন্টননামা না থাকলে চৌহদ্দি উল্লেখ করে দলিল করলেও তা বৈধ নয়। বন্টননামা না থাকলে শরিকি সম্পত্তি যিনি বিক্রি করবেন তিনি কেবল তার অংশ বিক্রি করতে পারেন, দিক নির্ণয় করতে পারেন না।

● চোলাই মদের ঠেক ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর কথা রাখতে দু'চার দিন চোলাই মদের ঠেকে হানা দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে হবে না, চোলাই মদ বন্ধ করতে অব্যাহত রাখতে হবে পুলিশি অভিযান।

● ঔষধ কিনতে গেলে একই ঔষধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দোকান ক্রেতাদের বিভিন্ন রকম ছাড় দিচ্ছে। কেউ ১৮ পারসেন্ট, কেউ ১৫ পারসেন্ট, কেউ বা আবার ১০ পারসেন্ট ছাড় দিচ্ছে। ছাড়ের ক্ষেত্রে এত ফারাক কেন? এর রহস্যটা কি?

● ক্ষমতা চিরস্থায়ী নয়। দুর্দভ প্রতাপ চৌত্রিশ বছরের বামফ্রন্ট চলে গেছে, পনেরো বছরের তৃণমূলও চলে গেল। বিজেপিও একদিন ক্ষমতা থেকে চলে যাবে। গণতন্ত্রে জনমতই শেষ কথা।

(প্রথম পাতার পর)

যন্ত্রণার বাম্পার

গাড়ির গতি যেমন কমছে তেমনই স্কুটি, বাইক, টোটো, অটো উল্টে গিয়ে প্রতি নিয়ত ঘটছে বিপত্তি। দুর্ঘটনা কামার জায়গায় বাম্পারের জন্য বাড়ছে দুর্ঘটনা, অভিযোগ। দুর্ঘটনা এড়াতে

স্কুলের সামনের রাস্তায় বাম্পার অবশ্যই দরকার আছে, তা বলে ৫ টা করে ১০ টা বাম্পার। মহররম এবং কাশীপুরের মধ্যে ৫০০/৭০০ মিটারের দূরত্বে ২০ টা বাম্পার। বাইক বা চার চাকা

কিংবা ছ'চাকা গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণে একটা কি দুটো করে বাম্পার দিলে হতো না? এরকম অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বাম্পার করার অর্থ কি? পিডব্লিউ কর্তৃপক্ষ কিংবা ব্লক প্রশাসনের কি নজরে পড়ছে না বিষয়টি? উঠছে প্রশ্ন।